ছাত্রলীগ নেত্রীসহ পাঁচজন দোষী সাব্যস্ত, সিট বাতিল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে এক ছাত্রীকে নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরাসহ পাঁচ ছাত্রীর আবাসিকতা বাতিল করা হয়েছে। হল প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি নির্যাতনের ঘটনায় ওই পাঁচজনের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ায় হল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরপরই জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দোষী সাব্যস্ত ওই পাঁচজনকে আগামীকাল ১ মার্চ দুপুর ১২টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে অভিযুক্ত অন্তরা ও তাবাসসুম ইসলাম তদন্ত চলাকালে

হলের বাইরে অবস্থান করছেন। ওই দিন তাঁদেরও স্থায়ীভাবে হল ছাড়তে হবে।

তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হল প্রশাসন গতকালই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ওই পাঁচ ছাত্রীর দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল সংযুক্তি বাতিলের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘ভুক্তভোগী ছাত্রীর আবেদনে উল্লেখিত র‍্যাগিংয়ের নামে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রাপ্ত সত্যতার ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

দোষী সাব্যস্ত পাঁচজন হলেন—শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা চৌধুরী অন্তরা, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তাবাসসুম ইসলাম ও মাওয়াবিয়া জাহান, আইন বিভাগের ইসরাত জাহান মীম এবং চারুকলা বিভাগের হালিমা আক্তার ঊর্মী।

‘তাদের যেটা প্রাপ্য, সেটা তারা পাওয়া শুরু করেছে’—

ভুক্তভোগী : হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত পাঁচজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্তের কথা জানালে ভুক্তভোগী ছাত্রী কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘এই সিদ্ধান্তে আমার সন্তোষ-অসন্তোষের কোনো বিষয় নেই। তাদের যেটা প্রাপ্য, সেটা তারা পাওয়া শুরু করেছে। আরো প্রাপ্য থেকে থাকলে, সেটাও পাবে।

তারা এই যোগ্যতাই অর্জন করেছে। তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য পাবে।'

ছাত্রলীগের প্রতিবেদনেও নির্যাতনের সত্যতা : শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে ছাত্রলীগ। গত রবিবার মধ্যরাতে কমিটি আট পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন শাখার সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে জমা দিলে তাঁরা ই-মেইলের মাধ্যমে তা কেন্দ্রে পাঠান।

তদন্ত কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'তদন্ত কমিটি নির্যাতনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। যতটুকু সত্যতা পাওয়া গেছে, তা প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে। তবে কোনো সুপারিশ করা হয়নি। কেন্দ্র প্রতিবেদনের বর্ণনা থেকে ব্যবস্থা নেবে।'

একটি সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটির কাছে ভুক্তভোগী তাঁর অশ্লীল ভিডিও ধারণের অভিযোগ করলেও অভিযুক্ত কেউ তা স্বীকার করেননি। এ কারণে কমিটি বিষয়টি এড়িয়ে গেছে।

উচ্চ আদালতে দুই তদন্ত প্রতিবেদন : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তদন্ত কমিটি রবিবার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে একটি কপি উচ্চ আদালতে পাঠানো হয়। ১১ পৃষ্ঠার মূল প্রতিবেদন গতকাল হাইকোর্টে জমা পড়েছে।

ওই প্রতিবেদনে অভিযোগকারী ছাত্রীকে অমানুষিক নির্যাতনের বর্ণনা এবং ভিডিও ধারণের বিষয়টি উঠে এসেছে বলে নিশ্চিত

করেছে তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র। তবে তদন্ত কমিটি ঘটনার বর্ণনা ছাড়া কোনো সুপারিশ করেনি বলে জানা গেছে।

এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত জেলা প্রশাসনের তদন্ত কমিটিও জেলা প্রশাসনের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এই তদন্ত কমিটির সদস্য শাহবুব আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এই প্রতিবেদনও উচ্চ আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

উচ্চ আদালতে দ্বিতীয় শুনানি আজ : নির্যাতনের বিষয় নিয়ে আজ মঙ্গলবার হাইকোর্টে দ্বিতীয় শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে বিষয়টি নিয়ে রিট করেন আইনজীবী গাজী মো. মহসীন। ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে হাইকোর্ট জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি তদন্তে কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে ছাত্রলীগ নেত্রীসহ মূল দুই অভিযুক্তকে তদন্ত চলাকালে ক্যাম্পাসের বাইরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নির্যাতনের মূল কারিগর অন্তরা—অন্য অভিযুক্তদের ভাষ্য : অভিযুক্ত অন্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ছাত্রলীগ নেত্রী অন্তরাই ছিলেন এই ঘটনার মূল কারিগর। এক অভিযুক্ত নাম প্রকাশ না করে বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে অন্তরা আপু আমাদের ভয় দেখিয়ে বলেন প্রত্যেকে এক ঘণ্টা করে... (ভুক্তভোগী ছাত্রীকে) রুমে ডেকে র‍্যাগ দিবি। যা ইচ্ছা তা-ই করবি। যত কিছু হবে, সব আমি দেখব। আমরা উনাকে বলি,

এগুলো করা তো ঠিক হবে না আপু। পরে উনি বড় বড় চোখ করে আমাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি বলেন, যা বলছি তা-ই কর। দরকার হলে...মেরে ফেলবি, আমি লাশ গুম করে দেব। এরপর কিছু হলে আমি একাই দেখব, তোদের কিছু ভাবতে হবে না।'

আরেক অভিযুক্ত বলেন, 'ঘটনার পর অন্তরা আপু আমাদের বলেন, বাইরের কাউকে কিছু জানাবি না। পরে উনি জোরপূর্বক আমাদের মোবাইল ফোন থেকে কল ও মেসেজ সব ডিলিট করে দেন। অথচ তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষাৎকারে যাওয়ার সময় একজনকে অন্তরা আপু বলেন, আগে আমি বাঁচি, পরে তোদের বাঁচাব।'

অন্তরার সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে ভুক্তভোগী ছাত্রী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অন্তরা আপু নিজে আমাকে ডেকে তাঁর সহযোগীদের হাতে তুলে দেন। মেয়েরা নির্যাতনের সময়ও জানায় অন্তরা আপুর নির্দেশেই আমাকে মারা হচ্ছে। না হলে আমাকে তারা চিনত না। এ ছাড়া এর আগের দিনও তিনি আমাকে নির্যাতন করেন।'

ছাত্র ইউনিয়নের মশাল মিছিল : অভিযুক্তদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারসহ সর্বোচ্চ শাস্তি এবং র‍্যাগিং-নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ক্যাম্পাসে মশাল মিছিল করেছে ছাত্র ইউনিয়ন। গতকাল রাত ৮টার দিকে জিয়া মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।